রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ২১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২১, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৭১—৪৮৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৭—৬১৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৭—১৯১
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৯—৪৭৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩/২৯ এপ্রিল ২০২৬

নং **০৩.০৭.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০-১০২০**—বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতি, প্রদত্ত অনুমতিপত্র, মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স বা জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ এবং উপ-ধারা ৪ অনুযায়ী উক্ত নীতি অনুমতিপত্র, লাইসেন্স এবং আদেশ বা নির্দেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে বিধায় গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের ৯ম সভায় গৃহীত নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো।

সিদ্ধান্ত-২: বেজা'র গভর্নিং বোর্ডের ৮ম সভার বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৩.১: আনোয়ারা উপজেলার কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেষা BPDB'র মালিকানাধীন ৪৫০ একর জমিতে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিদানস্বরূপ বেজা মিরসরাই জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের সমপরিমাণ জমি বিপিডিবি কে প্রদান করবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-৩.২: মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপন সংক্রান্ত বেজা কর্তৃক গঠিত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের অপরাপর সুপারিশের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে বৈঠকে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত-৪: "ঢাকা আইটি এসইজেড" এর পরিবর্তীত নাম "কেরানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঢাকা" এর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

সিদ্ধান্ত-৫: স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্প (Indigenous Defence Industry) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল মিরসরাই এর সাব-জোন ১৯ এ বেজা কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অনুকূলে বিধি মোতাবেক জমি বরাদ্দের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত-৬: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন ২০১০-এর ধারা ৫ এর উপধারা (১)-এ সংশোধনী আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৭.১: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাক-যোগ্যতা মূল্যায়ন সংক্রান্ত আবেদন) নির্দেশিকা, ২০২৫ গাইডলাইন অনুমোদন করা হলো।

সিদ্ধান্ত-৭.২: ইতোমধ্যে যে সকল বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল (Private Economic Zone. PEZ) এর অনুকূলে লাইসেন্স ও প্রাক-যোগ্যতাপত্র প্রদান করা হয়েছে সে সকল বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে উক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। তন্মধ্যে, যে সকল PEZ মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হতে পারবে না সে সকল PEZ সমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৭.৩: ইতোমধ্যে যে সকল বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর আবেদন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সে সকল আবেদন উক্ত গাইডলাইন এর মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়নপূর্বক সিদ্ধান্তের জন্য পুনরায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-৭.৪: বেজা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যৌথভাবে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রদত্ত কর অবকাশ সুবিধাসমূহ পর্যালোচনা করবে।

সিদ্ধান্ত-৮: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিঃ এর আওতাধীন এলাকা সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন
নির্বাহী চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩/ ২৭ এপ্রিল ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৭৩.২৫.১৪৭**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-কোরবান আলী মোড়ল-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৮৪.২৫.১৪৮**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শেখ আবদুল্লাহ, পিতা- মোঃ দবির উদ্দিন শেখ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৫.২৫.১৫০**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পটুয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব গাজী মোঃ আল-আমীন, পিতা- আলী আহম্মদ গাজী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ক্ষুদ্রঋণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩/ ২৩ এপ্রিল ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১২.১১.০০০৫.২৪-৭৩**—ড. দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন রেজুলিউশন ২০০৪ এর ৯(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে এ বিভাগে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে নিয়োগের তারিখ হতে পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩ ব./ ২৬ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি.

নং **০৭.০০.০০০০.০৮২.১২.০০৩.২৪.১৪৩**—বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত তারিখ হতে গ্রেড-৪ পদে শুধুমাত্র ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ আশরাফ-উল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ০০১-০০১-১৮২) এডিসিএজি (রিজার্ভ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।	২৯-১১-২০১৭

০২। উল্লিখিত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধু বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে। এতে তিনি কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহমিনা পারভীন
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩/ ২৩ এপ্রিল ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-২১৮**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(চ) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুস আলী সরকার (৬৭৩৮), যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-২১৯**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(গ) অনুযায়ী জনাব মো: আবুল হাছানাত হুমায়ূন কবীর (৬৩৬৭), মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-২২০**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(জ) অনুযায়ী জনাব শামসুল আরেফীন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৭ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪১.২০.৩১১**—প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সেনাসদরে কর্মরত উপপরিচালক (পরিসংখ্যান) (চলতি দায়িত্ব) জনাব আবু সাইম (পরিচিতি নম্বর ১৫২) এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961' এর রুল ৭ এর সাব-রুল ২ অনুযায়ী আনীত অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ডি-১৮-০১-২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় উক্ত রুলস এর রুল ৮ এর সাব-রুল ১(বি) অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪১.২০.৩৬১ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত তাঁর পদোন্নতি ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত রাখিবার লঘুদণ্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'confirm the order' আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩/ ২৯ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.০৪.০০৩০.২২.৫৫**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার মামলা নং-১১, তারিখ-১২-০৬-২০২৫ অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০-এর ১৫৩-এ/২৯৫-এ/২৯৮ অভিযোগ দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রাজনৈতিক শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩৩/২১ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).১৪৭**—দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য কোর (Core) কমিটি নিম্নরূপ পুনর্গঠন করা হলো:

কমিটির রূপরেখা:

সভাপতি

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩. পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, এসএসএফ, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, ডিজিএফআই, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, বিজিবি ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, এনএসআই, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, এনটিএমসি, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, র‍্যাব, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ঢাকা
১২. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, এসবি, ঢাকা
১৩. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি
১৪. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
১৫. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৬. অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। **কর্মপরিধি (TOR) নিম্নরূপ:**

(ক) প্রয়োজন অনযায়ী এই কমিটি দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে এবং সে অনুযায়ী সরকারকে অবহিতপূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) এই কমিটি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে;

(গ) কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সাথে জড়িত বাহ্যিক নিরাপত্তা (Internal Security) সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মূল্যায়ন করবে;

(ঘ) এই কমিটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তায় বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাপূর্বক সময়ানুযায়ী প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে;

(ঙ) কমিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক আদিষ্ট হলে অন্যান্য বিষয়াদির উপর প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান করবে;

(চ) এই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩। **কমিটির কার্যপদ্ধতি (Modus Operandi):**

(ক) এই কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তাকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে পারবে;

(খ) সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো সময় এই কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবেন;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ লিপিবদ্ধ করা (Record) হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে;

(ঘ) সভাপতি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সদস্য বা তার সংস্থাকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কর্মসভার (Tasking) প্রদান করতে পারবেন;

(ঙ) কমিটির সকল কর্মসম্পাদনে, আলোচনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং তা কখনোই কমিটি বহির্ভূত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করা যাবে না। শুধু প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সভাপতির সম্মতিতে কমিটির সিদ্ধান্ত সীমিত বিতরণ করা যাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে. এম. ইয়াসির আরাফাত
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১, প্রশাসন অধিশাখা-১
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩/২৩ এপ্রিল ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০০০.১২৩.৩১.০০৫.১৪.২৫৪**—"বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪" এর বিধি-১৮ অনুযায়ী উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করলেন:

চেয়ারম্যান

১. মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৩. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৪. সচিব/প্রতিনিধি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)

৫. সচিব/প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)

৬. সচিব/প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)

৭. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

৯. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১০. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

১১. মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা

১৩. সদস্য (পরিকল্পনা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৫. জেলা প্রশাসক, ঢাকা

১৬। প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সদস্য-সচিব

১৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প ও ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(খ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প ও ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশ পালন;

(গ) এই কমিটির সুপারিশ ব্যতিত DAP (ড্যাপ) এর কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে না;

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-৬ এর হতে ২৬-১১-২০১৫ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৯.০১.০৫.২০১৪-৭৭৭ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
উপসচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩/২৮ এপ্রিল ২০২৬

জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ক্রীড়া ভাতা নীতিমালা, ২০২৬

নং ৩৪.০০.০০০০.০০০.০৭১.০৪.০০০৮.২৫.৩৮১—"জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) ধারা ৭ এর (ক) এর দফা-(অ) অনুসারে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁহাদের পরিবারের জন্য ক্ষেত্রমত, পুরস্কার, অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের বিধান রয়েছে এবং উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ক্রীড়া ভাতা প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :** এই নীতিমালা **জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ক্রীড়া ভাতা নীতিমালা, ২০২৬** নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা :**

(ক) 'আইন' অর্থ জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন);

(খ) 'ফাউন্ডেশন' অর্থ ধারা-৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন;

(গ) 'ক্রীড়াসেবী' অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া প্রশিক্ষক বা কোচ, রেফারি, জাজ বা আম্পায়ার, গ্রাউন্ডসম্যান, কৃতি ক্রীড়া শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন;

(ঘ) 'পরিবার' অর্থ—

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হইলে, তাঁর স্ত্রী এবং মহিলা হইলে, তাঁর স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা-মাতা;

(ঙ) 'ক্রীড়া সাংবাদিক' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া বিষয়ে লেখক, ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার, খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদপত্র, প্রিন্ট অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(চ) 'বোর্ড' অর্থ 'জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১' (২০১১ সালের ৩নং আইন) এর ৬ ধারায় বর্ণিত 'পরিচালনা বোর্ড'।

৩। **আবেদনকারীর যোগ্যতা :**

(ক) নাগরিকত্ব: আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে: যে সকল বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় নিয়মিত অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁরা জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য যোগ্য হবেন:

(১) যে কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ অথবা;

(২) যে কোনো ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশীপে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অথবা জাতীয় লীগে কমপক্ষে ০১ (এক) বার অংশগ্রহণ অথবা;

(৩) বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর/বার অংশগ্রহণ।

(গ) সংগঠকদের ক্ষেত্রে: যে সকল সংগঠক জাতীয়, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কোনো ক্রীড়া ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থা বা ক্রীড়া ক্লাব বা অন্য কোনো ক্রীড়া কর্মকর্তাদের সাথে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন;

(ঘ) কোচ/রেফারি/আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে: যে সকল কোচ/রেফারি/আম্পায়ার জাতীয়, বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছেন বা করছেন;

(ঙ) মাঠকর্মীদের ক্ষেত্রে: যে সমস্ত মাঠকর্মী জাতীয়, বিভাগ বা জেলা স্টেডিয়ামে কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন;

(চ) ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে: যে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক কমপক্ষে ০৭ (সাত) বছর প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন;

(ছ) ক্রীড়াবিদ বা তাঁর পরিবারের সদস্যের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা;

(জ) (ক)-(ছ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণক/প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে (আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা/ক্রীড়া ফেডারেশন/জেলা ক্রীড়া সংস্থা/স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা পরিষদের সনদ/প্রত্যয়নপত্র)।

(ঝ) **অনুদান প্রাপ্তির অযোগ্যতা:**

(১) সরকারি কর্মচারী হিসেবে চাকরিরত অথবা পেনশনভোগী হলে;

(২) অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান বা ভাতা প্রাপ্ত হলে; এবং

(৩) কোনো সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বা ভাতা প্রাপ্ত হলে।

৪। **আবেদন প্রক্রিয়া:**

(ক) ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদানের জন্য অর্থবছর অনুসারে বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(খ) আগ্রহী ক্রীড়াসেবী বা পরিবারের সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সেবাবক্সে প্রবেশ করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম , রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-১) অনলাইনে আবেদন করবেন;

৫। **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ**

(ক) অসচ্ছল, আহত বা আর্থিক অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারকে অনুদান প্রদান কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/পরিবর্তন ও পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশন একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে;

(খ) ক্রীড়া ফেডারেশন সমন্বয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যগণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন; এবং

(গ) জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন।

৬। **কমিটিসমূহঃ**

(ক) জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান জেলা বাছাই কমিটিঃ

(১)	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
(৩)	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
(৪)	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৫)	উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য
(৬)	সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	:	সদস্য
(৭)	সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	:	সদস্য
(৮-৯)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	:	সদস্য
(১০)	জেলা ক্রীড়া অফিসার	:	সদস্য-সচিব

কার্যাবলিঃ

(১) অনলাইনে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট জেলার ক্রীড়াসেবীদের আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি যেমনঃ—পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ, মোবাইল নম্বর, নিজস্ব হিসাব নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, বাৎসরিক আয়ের সনদপত্র, ক্রীড়া সম্পৃক্ততার সনদপত্র ইত্যাদি যথাযথ ভাবে যাচাই-বাছাই করা;

(২) ক্রীড়াসেবীদের যথাযথ তথ্যাদি কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে সভার কার্যবিবরণী, নির্বাচিত ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকা এবং অনলাইন আবেদনসমূহ অনুমোদন করে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা;

(৩) জেলা বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(ক) **চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই কমিটিঃ**

(১)	নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	:	সভাপতি
(২)	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রীড়া-১, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
(৩)	প্রতিনিধি, ক্রীড়া পরিদপ্তর (উপপরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	:	সদস্য
(৪)	প্রতিনিধি, বিকেএসপি (উপপরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	:	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (উপপরিচালক/সহকারী পরিচালকের নীচে নয়)	:	সদস্য
(৬)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	:	সদস্য
(৭-৮)	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	:	সদস্য
(৯)	সম্পাদক, ক্রীড়াজগত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	:	সদস্য
(১০)	নির্বাহী কর্মকর্তা, জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	:	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি:

(১) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত কার্যবিবরণী ও ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকার সাথে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

(২) তহবিলের পর্যাপ্ততা ও জেলায় ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত সংখ্যক আবেদনকারীকে নির্বাচন করে বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা।

৭। **জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান পদ্ধতি:**

(ক) ক্রীড়া ভাতার অর্থ আবেদনকারী ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্যের নিজস্ব ব্যাংক হিসেবে BEFTN এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে;

(খ) মৃত ক্রীড়াসেবীদের ক্ষেত্রে ওয়ারিশের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে।

৮। **ক্রীড়া ভাতার পরিমাণ:**

অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারকে মাসিক ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা হারে বার্ষিক ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হবে।

৯। আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য বা প্রমাণাদি পরবর্তীতে সঠিক নয় বা ভূয়া বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষণিক ভাবে জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১০। জাতীয় ক্রীড়া ভাতা প্রদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোনো অভিযোগ থাকলে নির্ধারিত ফরমেটে (তফসিল-০২) জেলা কমিটিকে অবহিত করতে হবে। জেলা কমিটি তা ফাউন্ডেশনকে অবহিত করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ দাখিল না করলে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১। এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোনো বিষয় ফাউন্ডেশনের বোর্ড সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

১২। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এই নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১৩। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪। এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
সচিব।

তাফসিল-০১

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অসুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের ক্রীড়াভাতা প্রদানের আবেদন ফরম

১. সাধারণ তথ্য

নাম (বাংলায়)		পেশা	
নাম (ইংরেজি)		পদবি	
পিতার/স্বামীর নাম		জন্ম তারিখ	
মাতার নাম		জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	
মোবাইল নম্বর		জাতীয় পরিচয়পত্রের ছবি	
বার্ষিক আয়		ব্যাংকের তথ্য	ব্যাংকের নাম: হিসাব নম্বর: শাখা: রাউটিং নং: ব্যাংক সনদ দেখন

২. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/পাড়া/মহল্লা		ডাকঘর	
থানা/উপজেলা		জেলা	

৩. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/পাড়া/মহল্লা		ডাকঘর	
থানা/উপজেলা		জেলা	

৪. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/ক্রীড়া সম্পর্কিত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক এর সম্পৃক্ততার বিবরণ

খেলার নাম		খেলোয়ারের পর্যায়	
খেলোয়ারের ধরন		সময়কাল	
ক্রীড়া সম্পর্কিত দলির পত্রের ছবি			

৫. ক্রীড়া/ক্রীড়া সংগঠকের অর্জনসমূহ (পুরস্কার/পদক/সনদ)

বিবরণ		
বিবরণ		
বিবরণ		
বিবরণ		
বিবরণ		
বিবরণ		

৫. অন্যান্য তথ্য

আয়ের সনদ	
ফেডারেশনের সনদ	

অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশকৃত খেলোয়ার/সংগঠকদের অগ্রাধিকার তালিকার ক্রম-৬৯

আবেদনকারীর নাম

জেলা প্রশাসক/জেলা ক্রীড়া অফিসার

তফসিল-২

"অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদন ফরম"

বরাবর
ভাইস-চেয়ারম্যান
জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (পুরাতন ভবন) ৪র্থ তলা
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

১ কপি
পাসপোর্ট সাইজের
ছবি

বিষয়: _____

_____

১। অভিযোগকারীর নাম : _____

২। পিতা/স্বামীর নাম : _____

৩। মাতার নাম : _____

৪। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা: ..... উপজেলা/থানা: .....

ডাকঘর: ..... জেলা: .....

৫। বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা: ..... উপজেলা/থানা: .....

ডাকঘর: ..... জেলা: .....

৬। জন্মতারিখ : ..... ৭। জাতীয়তা : .....

৮। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ..... ৯। মোবাইল নম্বর : .....

১০। অভিযোগের বিবরণ: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

তারিখ:

_____
(অভিযোগকারীর স্বাক্ষর)

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/৩০ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০ (অংশ-২).৩২—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার আংশিক খতিয়ানসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	গণিপুর	২৩৯	০১ (এক) টি	৭৯৬	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৫৪৮২/২০১৯ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ায়
০২	বাঞ্ছানগর	৪১	০৩ (তিন) টি	৬৭৬৭, ৭৫৩০ ও ১২৮৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১১৬১৫/২০২২ ও ১১৬১৭/২০২২ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ায়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

অধিগ্রহণ-১ শাখা
এল.এ কেস নং-১৫৫/৬১-৬২
ফরম "ঘ"
ঘোষণা

(সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ী নোটিশ)

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩৩/২০ এপ্রিল ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৮.২১.৮৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ৩নং আইন) এর "৩" ধারা অনুযায়ী ০৬-১২-৬১ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ০৮-১২-৬১ খ্রি. তারিখে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহীর অনুকূলে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ধারা ৫ এর (৭) উপ-ধারা অধ্যাদেশ অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং উহার সকল প্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপরে অর্পিত হলো।

তফসিল

জেলা-রাজশাহী, থানা- গোদাগাড়ী, মৌজা-শ্রীরামপুর, সি.এস জে.এল নং-২০১।

সি,এস খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৩২	১৩২	০.২৪
১০৭/১	১৩৪	০.১৬
১০৫	১৩৫	০.১৩
১২০	১৩৬	০.০৮
	মোট =	০.৬১০০ একর

ভূমি অধিগ্রহণের নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহীর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং-২২/১৯৭৫-১৯৭৬

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩৩/২০ এপ্রিল ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩০.১৯.৮৯—যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জবুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-০৭-১৯৯২ খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা: ঢাকলহাটী, জে.এল নং-৪৯, থানা-শেরপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত হুকুমদখল জমির পরিমাণ (একরে)	জমির শ্রেণি				মোট জমির পরিমাণ (একরে)
				নামা	কান্দা	বাড়ি	রাস্তা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯৬৭	৩৪৩	১.০৭	০.০৩	--	০.০৩	--	--	০.০৩
৯৯৮	৩৫৪	০.৮৩	০.৭৪	০.৭৪	--	--	--	০.৭৪
৯৯৯	৩৪৭	০.৪০	০.৩৫	০.৩৫	--	--	--	০.৩৫
১০০০	৩৪৪	০.৯৮	০.৭৪	০.৭৪	--	--	--	০.৭৪
১০০১	৩৫৫	০.২৪	০.০৬	০.০৬	--	--	--	০.০৬
১০০৪	৩০৬	০.৩১	০.২০	--	০.২০	--	--	০.২০
১০০৫	৩৫৭	০.৭০	০.৩০	--	০.৩০	--	--	০.৩০
১০০৬	৩৫৮	০.৮৫	০.৮৫	--	০.৮৫	--	--	০.৮৫
১০০৭	৩৫৯	০.৪২	০.৪২	০.৪২	--	--	--	০.৪২
১০০৮	৩৫৭	০.৭৮	০.৭৮	০.৭৮	--	--	--	০.৭৮
১০০৯	৩৪৩	০.৪০	০.৪০	০.৪০	--	--	--	০.৪০
১০১০	৩৭২	০.৯০	০.৭৩	০.৭৩	--	--	--	০.৭৩
১০১১	৩৪৭	০.১৪	০.০৯	০.০৯	--	--	--	০.০৯
১০১২	৩৪৭	০.২০	০.১২	০.১২	--	--	--	০.১২
১০১৩	৩৪৭	১.৯৩	০.৫২	০.৫২	--	--	--	০.৫২
			৬.৩৩	৪.৯৫	১.৩৮			৬.৩৩

মৌজা: নায়ায়নপুর, জে.এল নং-৫৯, থানা-শেরপুর, জেলা-ময়মনসিংহ।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রস্তাবিত হুকুমদখল জমির পরিমাণ (একরে)	জমির শ্রেণি				মোট জমির পরিমাণ (একরে)	মন্তব্য
				নামা	কান্দা	বাড়ি	রাস্তা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৫৭	১৮২	০.৩১	০.১১	--	--	--	০.১১	০.১১	--
২৫৮	১৮২	১.৪০	১.৪০	--	--	১.৪০	--	১.৪০	অব্যহতি ০.২০ একর
২৫৯	১৮২	০.৪৪	০.৪৪	০.৪৪	--	--	--	০.৪৪	--
২৯৫	২০৫	১.১৯	০.৮০	০.৮০	--	--	--	০.৮০	--
২৯৬	২০৩	১.৫৫	১.৫৫	১.৫৫	--	--	--	১.৫৫	--
			৪.৩০	২.৭৯		১.৪০	০.১১	৪.৩০	
						(–) ০.২০		(–) ০.২০	
						১.২০		৪.১০	
মোট জমির পরিমাণ									১০.৪৩ একর

জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুরের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩৩/২০ এপ্রিল ২০২৬

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০০২.২০ (অংশ-১).১১৩—WHO ML-3 অর্জনের লক্ষ্যে দেশে ব্যবহৃত সকল ভ্যাকসিনের সার্ভিল্যান্স কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করার নিমিত্ত National AEFI Surveillance Guideline প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি অনুমোদন করা হলো:

সভাপতি

১. ড. মো: আক্তার হোসেন, পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ঔষধ প্রশাসন-১, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী এর প্রতিনিধি

৪. পরিচালক/প্রতিনিধি, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫. পরিচালক/প্রতিনিধি, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬. চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, জিন প্রকৌশল ও জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, EPI, Experts Peview Committee

৮. উপপরিচালক/প্রতিনিধি, ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১০. সহকারী পরিচালক (ফার্মাকোভিজিল্যান্স), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১। ইপিআই এর AEFI Survelillance & Response Operation Guideline-এর সাথে সমন্বয় করে National AEFI Surveillance Guideline প্রণয়ন করবে;

২। কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. কায়ছার রহমান
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৯.২৬-৪৮৫—যেহেতু ডা. আহাম্মদ কবীর (৪৩৯৪৯), তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ (বদলিকৃত কর্মস্থল: ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)-এ কর্মরত আছেন;

যেহেতু তিনি জলাতঙ্কের রোগের টিকার বিষয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছেন এবং তা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে উক্ত আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু ইতোমধ্যে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে;

যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা প্রস্তাব বা বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যকতা, তৎকর্তৃক তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে';

সেহেতু ডা. আহাম্মদ কবীর (৪৩৯৪৯)-কে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯০.২৬-৪৮৬—যেহেতু ডা. কামরুল জমাদ্দার (১০১১২৫৫), সিভিল সার্জন (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে মুন্সিগঞ্জ (বদলিকৃত কর্মস্থল: ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)-এ কর্মরত আছেন;

যেহেতু তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন এবং সরকারি নির্দেশনা সত্ত্বেও সরকারি বাসস্থানে অবস্থান না করে প্রায়শই ঢাকায় অবস্থান করে থাকেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে উক্ত আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু ইতোমধ্যে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে;

যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা প্রস্তাব বা বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যকতা, তৎকর্তৃক তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে';

সেহেতু ডা. কামরুল জমাদ্দার (১০১১২৫৫)-কে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।